69827 - শরয়িতসম্মত ওসয়িতরে নমুনা কমেন হবে?

প্রশ্ন

ইন্টারনটেরে বশে কছিু ওয়বেসাইটে ওসয়িতরে নমুনা পাওয়া যায়। সগেুলো কতটুকু বধৈ তা আমি জানতে চাই। ওসয়িতরে কি সুনর্দিষ্টি রূপ বা ধরন আপনাদরে কাছে রয়ছে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

বুখারী (২৭৩৮) ও মুসলমি (১৬২৭) কর্তৃক বর্ণতি, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “কোন মুসলমি ব্যক্তরি উচতি নয় য, তার ওসয়িতযোগ্য কছিু (সম্পদ) রয়ছে, সে দুই রাত কাটাবে অথচ তার নকিট তার ওসয়িত লখিতি থাকবে না।”

নববী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “এই হাদীসে ওসয়িতরে প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়ছে। সবাই এ ব্যাপারে একমত য, মুসলমিরা উক্ত বষিয়ে আদষ্টি। কন্তিু আমাদরে এবং অধকিাংশরে মাযহাব হলো ওসয়িত করা মুস্তাহাব; ওয়াজবি নয়। দাউদসহ কছিু যাহরেীর মত হলো ওসয়িত করা উক্ত হাদীসরে কারণে ওয়াজবি। এই হাদীসে তাদরে পক্ষে কোনো প্রমাণ নইে। হাদীসটতিে স্পষ্টত আবশ্যকতার কথা বলা হয়নি। কন্তিু যদি কোনো মানুষরে ঋণ, অধকিার, আমানত বা অনুরূপ কছিু থাক, তাহলে তার জন্য সে বষিয়ে ওসয়িত করা আবশ্যক হয়ে যাব। শাফয়েী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: হাদীসটরি অর্থ: মুসলমিরে বচিক্ষণতা ও নরিাপত্তার পরচিায়ক হলো তার কাছে নজিরে ওসয়িত লখো থাকব।

ওসয়িত আগভোগে করে ফলো মুস্তাহাব। সুস্থ অবস্থায় ওসয়িত লখিব। ওসয়িতরে ব্যাপারে সাক্ষীও রাখব। প্রয়োজনীয় বষিয়গুলো সখোনে লখিব। নতুন কোনো বষিয়ে ওসয়িতরে প্রয়োজন হলে সটো সংযুক্ত করব। তারা বলনে: প্রতদিনিরে তুচ্ছ লনেদনে এবং বারংবার ঘটে যাওয়া ছোটখাট বষিয় লখো দায়ত্নি নয়।” [সমাপ্ত]

ওসয়িত দুই প্রকার:

ওয়াজবি ওসয়িত: ব্যক্তরি দায়ে ও ব্যক্তরি প্রাপ্য যে সকল অধকিার রয়ছে সগেুলোর ববিরণ সম্বলতি ওসয়িত। যমেন: ঋণ, কর্জ, তার কাছে সঞ্চতি আমানত কংিবা মানুষরে জম্মিায় তার থাকা কছিু অধকিার। এখানে নজি সম্পদরে সুরক্ষা ও নজিরে দায় মুক্তরি জন্য ওসয়িত করা ওয়াজবি।

মুস্তাহাব ওসয়িত: এটা হলো নছিক দান। যমেন: ব্যক্তরি মৃত্যুর পর তার সম্পদরে এক-তৃতীয়াংশ বা এর কম পরমিাণ ওয়ারশি নয় এমন আত্মীয়রে জন্য বা অন্য কারো জন্য ওসয়িত করা। অথবা দরদ্রি-মসিকীন কংিবা কল্যাণকর খাতে দান করার মত নকে কাজে ওসয়িত করা। দখেুন, [ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দাইমাহ (১৬/২৬৪)]।

মানুষ তার পরবিারকে জানাযার সাথে সম্পৃক্ত কছিু বষিয়ে ওসয়িত করতে পার।ে যমেন: কে তাকে গোসল দবি,ে কে তার জানাযা পড়াবে ইত্যাদ।ি তাদরেকে বদিাত পরত্যিাগরে ওসয়িত করতে পার।ে এছাড়া বলিাপসহ অন্যান্য নষিদ্ধি বষিয়াবলি থকেে বরিত থাকার ওসয়িতও করতে পার।ে বশিষেতঃ যদি সে জনেে থাকে যে তারা হয়তো এমন কছিু কাজে লপ্তি হব।ে

এর পক্ষে প্রমাণ হলো মুসলমিরে হাদীস (১২১), আমর ইবনুল আস রাদয়িাল্লাহু আনহু মুমূর্ষু অবস্থায় বলনে: “আমি মারা যাওয়ার পর কোনো বলিাপকারণিী এবং (ধূপরে) আগুন যনে আমার সঙ্গী না হয়।”

তরিমযিী (৯৮৬) ও ইবনে মাজাহ (১৪৭৬) বর্ণনা করনে, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: “আমি মারা গলেে তোমেরা আমাকে নয়িে কোনো ঘোষণা দবিে না। আমার আশঙ্কা হয় য,ে এটা মৃত্যু সংবাদ প্রচার বলে ধরা হব।ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যুসংবাদ প্রচারে নষিধে করতে শুনছে।ি”[শাইখ আলবানী সহীহুত তরিমযিীতে হাদীসটকিে হাসান বলছেনে]।

আহমদ (১০১৪১) বর্ণনা করনে, আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: আমি মারা যাওয়ার পর তোমেরা আমার কবরে তাঁবু টানাবে না। (ধূপরে) আগুন নয়িে আমার পছিে পছিে আসবে না। আমাকে দ্রুত আমার রবরে কাছে নয়িে যাব।ে কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছে:ি নকেকার বান্দা বা ব্যক্তকিে খাটয়িায় রাখার পর সে বলতে থাক:ে “তোমেরা আমাকে সামনে এগয়িে দাও। তোমেরা আমাকে সামনে এগয়িে দাও।” আর বদকার হলে সে বলতে থাক:ে “তোমোদরে ধ্বংস হোক! তোমেরা আমাকে কোথায় নয়িে যাচ্ছ?” [শুয়াইব আরনাউত্ব মুসনাদ আহমদরে তাহকীকে হাদীসটকিে হাসান বলছেনে]।

হাকমে মুস্তাদরাক বইয়ে (১৪০৯) বর্ণনা করনে, কাইস ইবনে আসমে রাদয়িাল্লাহু আনহু মৃত্যুর সময় স্বজনদরে ওসয়িত করনে: “আমি মারা যাওয়ার পর তোমেরা আমাকে নয়িে বলিাপ করবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নয়িে বলিাপ করা হয়ন।ি” হাকমে বলনে: হাদীসটরি সনদ সহীহ। তারা দু’জন (বুখারী ও মুসলমি) এটা বর্ণনা করনেন।ি যাহাবী তালখীস বইয়ে বলনে: হাদীসটি সহীহ।

এটা ছাড়া অন্যান্য হাদীস প্রমাণ করে য,ে জানাযার সাথে জড়তি কছিু বষিয়সহ বলিাপ থকেে সতর্ক করা বা অনুরূপ কাজে ওসয়িত করা বধৈ।

কন্তিু ওসয়িতরে এমন কোনো নর্দিষ্টি নমুনা নইে, যটো মানুষকে মনেে চলতে হব।ে বরং মানুষ তার পরবিাররে অবস্থা এবং

তার দায়ে ও তার প্রাপ্য যে অধিকারগুলো রয়েছে সেগুলোর উপযুক্ত ওসিয়ত করবে, যেমনটা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ হলো: এটা বিশ্বাস করা যাবে না যে, ওসিয়তের কিছু নির্দিষ্ট বাক্য রয়েছে যেগুলো একজন মানুষকে মেনে চলতে হবে।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে 'হাযহিি ওয়াসিয়্যাতি আশ-শারইয়্যাহ' পুস্তকায় উল্লিখিত ওসিয়তের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। কমিটি এর উত্তরে বলেন:

"উল্লিখিত ওসিয়ত পাঠ করে শরীয়তের বিপরীত কিছু পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এভাবে ওসিয়তের নমুনা প্রণয়ন করে মানুষের মাঝে বিতরণ করলে ভুল ধারণা তৈরি হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উক্ত নমুনা অনুযায়ী ওসিয়ত করা, এটা ক্রয় করা এবং মৃত্যুর পর যে তার সকল কিছুর দায়িত্ব নিবে তাকে এটা দেওয়া মুস্তাহাব। অথচ এর প্রয়োজন নেই। কেননা এতে উল্লিখিত বিধি-বিধান ফকিহের বইসমূহে রয়েছে। যার প্রয়োজন সে পড়ে নিবে। এর জন্য পরামর্শ দেওয়া এবং বিতরণ করার প্রয়োজন নেই। বিশেষতঃ যেহেতু আল্লাহর অনুগ্রহে এই অঞ্চলে জানাযার হুকুমের ক্ষেত্রে মুসলিমদের আমল সুন্নাহর অনুগামী।" [সমাপ্ত] [ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ: (১৬/২৮৯)]।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।